অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত পঞ্চরত্ন রামেশ্বর মন্দির উচ্চভিত্তির উপর নির্মিত। এটির সম্মুখগাত্রে সাধারণ অলংকরণ আছে।

মৃৎফলকে যোদ্ধামূর্তি - প্রতাপেশ্বর মন্দির

সম্ভবত ঊনবিংশ শতকে নির্মিত ত্রিখিলান সমন্বিত প্রবেশপথযুক্ত রত্নেশ্বর মন্দিরটি পঞ্চরত্নশ্রেণীর এবং উচ্চভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমকালীন জলেশ্বর মন্দিরটিও উচ্চভিত্তির উপর নির্মিত এবং পঞ্চরত্ন শ্রেণীর। এটির সম্মুখভাগ সাধারণ অলংকরণে সজ্জিত।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির পঞ্চবিংশতিরত্ন গোপালজী মন্দিরটির সম্মুখভাগে বাংলা চালা রীতির ছাদে আচ্ছাদিত প্রলম্বিত বারান্দা আছে। মন্দিরগাত্রও অপরূপ পোড়ামাটির ফলকদ্বারা অলংকৃত।

কালনার এই মন্দিরগুলি আমাদের গৌরবজনক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এগুলির সংরক্ষণে নিরলস প্রয়াসী।

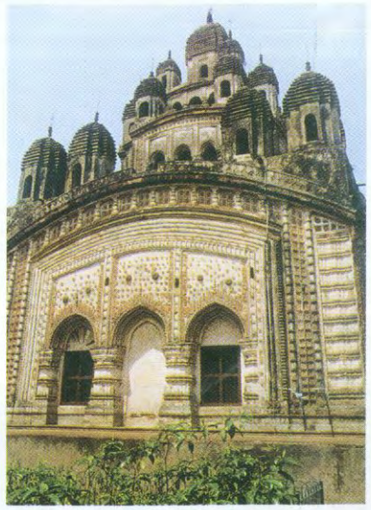

কৃষ্ণচন্দ্রজী মন্দির

কালনা
ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত মন্দির ও অন্যান্য পুরাকীর্তি

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ
কোলকাতা মণ্ডল
সি. জি. ও. কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
ব্লক-ডি. এফ, সেক্টর-১, সল্টলেক-৭০০ ০৬৪
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২৩৩৪ ৪৩৮৯/৩৭৭৫,
ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২৩৩৪ ৪৩৮৯
ই মেল ঃ এএসআইক্যাল@ভিএসএনএল.নেট.ইন

কালনা

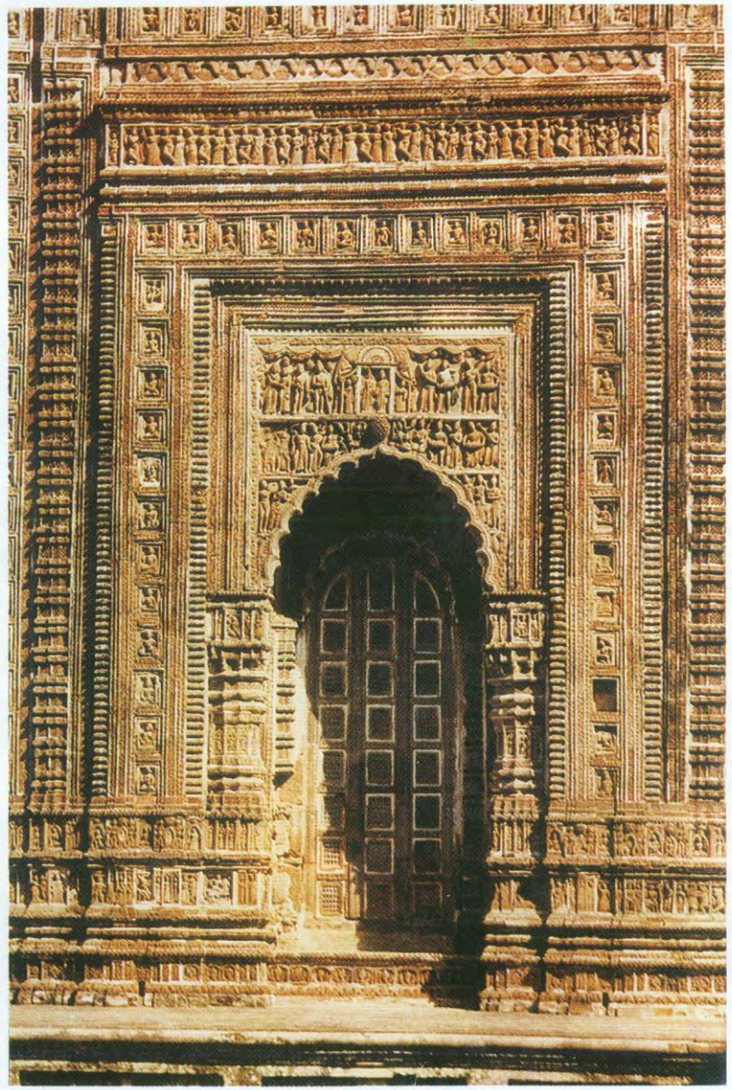

প্রতাপেশ্বর মন্দির-সম্মুখভাগ

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ
কোলকাতা মণ্ডল

কালনা

কালনা (অক্ষাংশ ২৩°১৩´ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২২´ পূর্ব) বর্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা শহর কোলকাতা থেকে রেলপথে প্রায় ৮২ কিমি. দূরত্বে অবস্থিত। সড়কপথেও যাতায়াত করা যায়। রেলষ্টেশনের নাম অম্বিকা কালনা। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত এই শহরটি অতীতে নদীবন্দররূপে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

বর্ধমান রাজের সমৃদ্ধিকালে বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নানাভাবে কালনা একটি বিশেষস্থান অধিকার করে। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে অনেক মন্দির নির্মিত হয় যেগুলি স্থাপত্যশৈলী এবং পোড়ামাটির অলংকরণের জন্য বিখ্যাত। বাংলায় সম্ভবত বিষ্ণুপুর ব্যতীত কোনস্থানেই এতগুলি নির্মাণ কৌশলে অনন্য এবং পোড়ামাটির কারুকার্যশোভিত মন্দির দেখা যায় না। এই অলংকার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অপরূপ, মূলত মন্দিরগাত্র বা প্রবেশপথে পোড়ামাটির ফলকসমূহে দেখা যায় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন দৃশ্য, পাখি ইত্যাদি। এছাড়া ফুল, লতাপাতার নক্সাতো আছেই।

কালনায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত ইটের তৈরী মন্দিরগুলির অধিকাংশ দেখা যায় একটি প্রধান রাস্তার দুইধারে। একপাশে বৃত্তাকার বেষ্টনীর মধ্যে ১০৮ শিবমন্দির বা নবকৈলাস। একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবধারায় অণুপ্রাণিত এই স্থাপত্য কীর্তি বর্ধমান রাজবংশের এক অনন্য অবদান যার অপর দৃষ্টান্তটি আছে বর্ধমান শহরপ্রান্তে। বাংলার আটচালা শৈলীতে নির্মিত এই মন্দির-গুলির মধ্যে বাহির-বৃত্তে আছে ৭৪টি এবং ভিতরের বৃত্তে ৩৪ টি মন্দির। এগুলি নির্মিত হয় মহারাজ তেজচন্দ্রের সময়ে ১৮০৯ সালে। প্রত্যেকটি মন্দিরের মধ্যে শ্বেতপাথর বা কালোপাথর নির্মিত শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত এবং নিয়মিত পূজার্চনা চলে।

নবকৈলাশ বা ১০৮ শিব মন্দির

এর অপরদিকে উচ্চপ্রাচীর ঘেরাস্থলে যে মন্দিরগুলি অবস্থিত সেগুলি সাধারণভাবে রাজবাড়ির মন্দির নামেই পরিচিত যদিও এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম

১০৮ শিব মন্দির-অভ্যন্তর ভাগ

আছে। বিষয়বৈচিত্র্য এবং নির্মাণশৈলীর অভিনবত্বে এগুলি সমকালীন উল্লেখ-যোগ্য স্থাপত্যকীর্তি। একই স্থলে মন্দির নির্মাণের বিভিন্ন রীতি যথা বাংলার প্রচলিত চালা আকৃতি, বিভিন্ন সংখ্যক রত্ন বা চূড়া সমন্বিত, লম্বাও সরুচূড়াযুক্ত, সমতলছাদযুক্ত, গিরিগোবর্ধনের একটি ছোট অনুকরণ এবং একটি রাসমঞ্চ ইত্যাদির নমুনা সম্ভবত আর কোথাও দেখা যায় না। সর্বোপরি এদের অনেকের গাত্রে রয়েছে পোড়ামাটির অপূর্ব অলংকরণ।

রাজবাড়ি চত্বরের মন্দির সমূহ

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত লালজী মন্দির এই মন্দির সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। একটি প্রাচীর বেষ্ঠিত প্রাঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত পঁচিশচূড়া এই মন্দিরটি উচ্চভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর গর্ভগৃহের সম্মুখে একটি মণ্ডপ আছে। মন্দিরটির দেওয়ালগুলি পোড়ামাটির অপূর্ব অলংকরণ মণ্ডিত। এই মন্দিরটি সংলগ্ন অন্যান্য ভবন সমূহের মধ্যে গিরিগোবর্ধনের একটি অনুকৃতি উল্লেখযোগ্য।

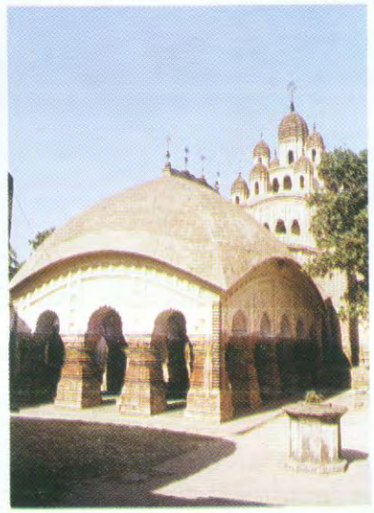
লালজী মন্দির

শিল্পসুষমা মণ্ডিত গঠনপ্রণালী এবং পোড়ামাটির দৃষ্টিনন্দন কারু-কার্যশোভিত প্রতাপেশ্বর মন্দিরটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য। উচ্চভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে একটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে। আকারটি খাঁজকাটা রেখদেউলের যাহা সাধারণভাবে বীরভূম-বর্ধমানে দেখা যায়। এই মন্দিরগাত্রের ফলকগুলি বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে অতুলনীয় যার মধ্যে আছে সমকালীন জীবনযাত্রার উপস্থাপন।

লালজী মন্দির চত্বরে গিরিগোবর্ধন মন্দির

কৃষ্ণচন্দ্রজী মন্দিরটি এই স্থানের আরেকটি উল্লেখ-যোগ্য নিদর্শন। খ্রীষ্টিয় ১৭৫১-৫৫ সালে নির্মিত এই পঁচিশরত্ন মন্দিরটির সম্মুখে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথ সমন্বিত বারান্দা আছে। এই দেবালয়টিও পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ।

প্রতাপেশ্বর মন্দির

প্রচলিত বাংলা আটচালা নির্মাণ-শৈলীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিজয়বৈদ্যনাথ মন্দির। এটিরও সম্মুখে ত্রিখিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিশিষ্ট বারান্দা দেখা যায়। মন্দিরের সম্মুখভাগ নানা-বিধ পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত রূপেশ্বর মন্দির উচ্চবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এটিরও সম্মুখে ত্রিখিলানযুক্ত প্রবেশ পথ বিশিষ্ট বারান্দা দেখা যায়। মূল মন্দিরটি সমতলছাদযুক্ত।

কালনাশহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মন্দিরগুলির মধ্যে চক-বাজারের রামেশ্বর মন্দির, অধিকারী পাড়ায় রত্নেশ্বর মন্দির, ফটকদ্বারে জলেশ্বর মন্দির এবং ভাদুড়ীপাড়ায়স্থিত গোপালজী মন্দির উল্লেখযোগ্য।

বাতায়নে রমণী-মৃৎফলক
প্রতাপেশ্বর মন্দির